বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

প্রথম খন্ড

শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো)
এবং
৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ১১টি শাখা

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ ২০০২-২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১-১০
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ	৩-৪
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৬
৭.	অনিয়ম ও ক্ষতি সমূহের কারণ	৬
৮.	অডিটের সুপারিশ	৭
৯.	বাজেট এবং অডিট আপত্তির কারণে আদায়কৃত অর্থের বিবরণী	৮-১০
১০.	দ্বিতীয় অধ্যায়	১১-৩৭

১১.

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
	শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো)	
অনুচ্ছেদ নম্বর ১.	কাষ্টমস্ বন্ড কমিশনারেট হতে কাপড় রপ্তানীর জন্য ইস্যুকৃত ২টি ইউ, পি (ইউটিলাইজেশন পারমিশন) টেম্পারিং এর মাধ্যমে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৫
অনুচ্ছেদ নম্বর ২.	কাষ্টমস্ বন্ড কমিশনারেট হতে ইউ, পিতে (ইউটিলাইজেশন পারমিশন) রপ্তানীর জন্য কাপড় খালাসের পুর্বেই উক্ত ইউ,পির কাপড় রপ্তানীর বিপরীতে বিধি বহির্ভূতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৬
অনুচ্ছেদ নম্বর ৩.	কাষ্টমস্ বন্ড কমিশনারেট হতে ইউ, পিতে (ইউটিলাইজেশন পারমিশন) রপ্তানীর জন্য খালাসকৃত কাপড়ের পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত পরিমাণ কাপড় রপ্তানীর বিপরীতে অনিয়মিতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৭
অনুচ্ছেদ নম্বর ৪.	মৎস্য রপ্তানী সম্পৃক্ত আমদানীকৃত যন্ত্রাংশ ফিশিং ট্রলারে ব্যবহারের ৬ (ছয়) মাস পরে প্রত্যর্পণ দাবী করা সত্বেও অনিয়মিতভাবে প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৮
অনুচ্ছেদ নম্বর ৫.	আমদানীকৃত উপকরণের বিপরীতে চলতি হিসাব রেজিষ্টারে মূসক রেয়াত গ্রহণের পর উক্ত মূসক সমন্বয়ের যথাযথ প্রমাণক না থাকা সত্বেও অনিয়মিতভাবে প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৯
অনুচ্ছেদ নম্বর ৬.	ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউ পি)- এর মাধ্যমে খালাসকৃত কাপড়ে কনষ্ট্রাকশন না থাকা সত্বেও রপ্তানীর সময় উক্ত কাপড়ে কনষ্ট্রাকশন দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২০
অনুচ্ছেদ নম্বর ৭.	ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউ পি) এর মাধ্যমে খালাসকৃত কাপড়ের কনস্ট্রাকশনের সাথে রপ্তানীকৃত উক্ত ইউ,পির কাপড়ের কনষ্ট্রাকশনের মিল না থাকা সত্বেও অনিয়মিতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২১

অনুচ্ছেদ নম্বর ৮.	প্রত্যর্পণ আবেদনের সময়কালের সহগ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আবেদনের অনেক পরের সহগের ভিত্তিতে প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২২
অনুচ্ছেদ নম্বর ৯.	ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউ,পি) এর মাধ্যমে রপ্তানীর জন্য খালাসকৃত ১০০% কটন কাপড়ের স্থলে রপ্তানীতে ৫০% পলিষ্টার ৫০% কটন কাপড় প্রদর্শনপূর্বক অনিয়মিতভাবে প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২৩
অনুচ্ছেদ নম্বর ১০.	একই দিনের অনুমোদিত সহগে একই ধরণের সরবরাহকৃত SPC Pole এ উপকরণের ব্যবহার ভিন্নতর দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২৪
অনুচ্ছেদ নম্বর ১১.	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২৫
অনুচ্ছেদ নম্বর ১২.	একই দরপত্রের একই ধরণের Spun Pretressed Concrete (SPC) Pole সরবরাহের জন্য কার্যাদেশ প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত Spun Pretressed Concrete (SPC) Pole উৎপাদনে উপকরণের ব্যবহার ভিন্নতর করে সহগ অনুমোদন করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২৬
অনুচ্ছেদ নম্বর ১৩.	রপ্তানীকৃত পণ্য প্রস্তুত বা উৎপাদনে ব্যবহৃত আমদানীকৃত যন্ত্রাংশের উপর অনিয়মিতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২৭
অনুচ্ছেদ নম্বর ১৪.	মূসক নিবন্ধনবিহীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্য প্রতিষ্ঠানের নামে উপকরণ আমদানী পূর্বক Spun Pretressed Concrete (SPC) Pole স্থানীয় রপ্তানীর বিপরীতে বিধি বহির্ভূতভাবে প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২৮
অনুচ্ছেদ নম্বর ১৫.	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অডিটযোগ্য নথিপত্র অডিটে উপস্থাপন না করা প্রসংগে।	২৯
	৬টি বানিজ্যিক ব্যাংকের ১১টি শাখা	
অনুচ্ছেদ নম্বর ১৬.	সিগারেট রপ্তানীর বিপরীতে প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত কোন সমহার আদেশ না থাকা সত্ত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৩৩
অনুচ্ছেদ নম্বর ১৭.	রপ্তানী পণ্যের প্রাপ্য সমহার অপেক্ষা বিধি বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত হারে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৩৪
অনুচ্ছেদ নম্বর ১৮.	পণ্য চূড়ান্ত রপ্তানীর পর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন না করা সত্ত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৩৫
অনুচ্ছেদ নম্বর ১৯.	রপ্তানী পণ্যের (চামড়া) শ্রেনী পরিবর্তন করে অনিয়মিতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান।	৩৬
অনুচ্ছেদ নম্বর ২০.	Cow split leather রপ্তানীর বিপরীতে বিধি বহির্ভূতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৩৭

১২. মহাপরিচালকের স্বাক্ষর ৩৭

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

আহমেদ আতাউল হাকিম
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

তারিখঃ .... বঙ্গাব্দ

খ্রিষ্টাব্দ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো) ও ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ১১টি শাখার ২০০২-২০০৭ অর্থ বৎসরের হিসাব নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়েছে। এ রিপোর্টে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা সমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা উত্থাপিত সময়ের অথবা তৎপূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই সামান্য প্রতিফলন মাত্র। সুতরাং এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়।

২০টি অনিয়মের বিপরীতে মোট ৬৩,১৪,২১,৮৭৫/- টাকার আপত্তি এ অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরের ৫টি অডিট আপত্তি উত্থাপনের বিপরীতে ১১,২৩,৫৯৭/৫০ টাকা এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৯টি অডিট আপত্তি উত্থাপনের বিপরীতে ২৮,১১,৪৫৬/৭৩ টাকা সর্বমোট ৩৯,৩৫,০৫৪/২৩ টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলি পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত অফিসগুলির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ার কারণে অনিয়মগুলি সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

স্বাক্ষরিত

তারিখঃ .... বঙ্গাব্দ

খ্রিষ্টাব্দ

মোঃ আবদুল বাছেত খান
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
	শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো)	
১.	কাষ্টমস্ বন্ড কমিশনারেট হতে কাপড় রপ্তানীর জন্য ইস্যুকৃত ২টি ইউ, পি (ইউটিলাইজেশন পারমিশন) টেম্পারিং এর মাধ্যমে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৭০,১৮,৫৫৬/-
২.	কাষ্টমস্ বন্ড কমিশনারেট হতে ইউ, পিতে (ইউটিলাইজেশন পারমিশন) রপ্তানীর জন্য কাপড় খালাসের পুর্বেই উক্ত ইউ,পির কাপড় রপ্তানীর বিপরীতে বিধি বহির্ভূতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,২৯,৩৬,৩২৮/-
৩.	কাষ্টমস্ বন্ড কমিশনারেট হতে ইউ, পিতে (ইউটিলাইজেশন পারমিশন) রপ্তানীর জন্য খালাসকৃত কাপড়ের পরিমানের চেয়ে অতিরিক্ত পরিমান কাপড় রপ্তানীর বিপরীতে অনিয়মিতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৯,৪৮,৫০৮/-
৪.	মৎস্য রপ্তানী সম্পৃক্ত আমদানীকৃত যন্ত্রাংশ ফিশিং ট্রলারে ব্যবহারের ৬ (ছয়) মাস পরে প্রত্যর্পণ দাবী করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৩১,২৯,০২১/-
৫.	আমদানীকৃত উপকরণের বিপরীতে চলতি হিসাব রেজিষ্টারে মূসক রেয়াত গ্রহণের পর উক্ত মূসক সমন্বয়ের যথাযথ প্রমাণক না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৬,১০,৭৬৩/-
৬.	ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউ পি) এর মাধ্যমে খালাসকৃত কাপড়ে কনষ্ট্রাকশন না থাকা সত্ত্বেও রপ্তানীর সময় উক্ত কাপড়ে কনষ্ট্রাকশন দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,১৫,৬১,৯৬৮/-
৭.	ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউ পি) এর মাধ্যমে খালাসকৃত কাপড়ের কনস্ট্রাকশনের সাথে রপ্তানীকৃত উক্ত ইউ,পির কাপড়ের কনষ্ট্রাকশনের মিল না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২১,২০,৬৯৬/-
৮.	প্রত্যর্পণ আবেদনের সময়কালের সহগ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আবেদনের অনেক পরের সহগের ভিত্তিতে প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২,৬০,৯৬,১৭৬/-
৯.	ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউ,পি) এর মাধ্যমে রপ্তানীর জন্য খালাসকৃত ১০০% কটন কাপড়ের স্থলে রপ্তানীতে ৫০% পলিষ্টার ৫০% কটন কাপড় প্রদর্শনপূর্বক অনিয়মিতভাবে প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১০,৬৭,৩২৩/-
১০.	একই দিনের অনুমোদিত সহগে একই ধরণের সরবরাহকৃত Spun Pretressed Concrete (SPC) Pole এ উপকরণের ব্যবহার ভিন্নতর দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২০,৯৩,৯৩৫/-
১১.	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৪৯,৫৬,৪৮৮/-
১২.	একই দরপত্রের একই ধরণের Spun Pretressed Concrete (SPC) Pole সরবরাহের জন্য কার্যাদেশ প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত SPC Pole উৎপাদনে উপকরণের ব্যবহার ভিন্নতর করে সহগ অনুমোদন করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১২,৮৩,৩৭১/-
১৩.	রপ্তানীকৃত পণ্য প্রস্তুত বা উৎপাদনে ব্যবহৃত আমদানীকৃত যন্ত্রাংশের উপর অনিয়মিতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৪৯,৮১,২৫৮/-

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১৪.	মূসক নিবন্ধনবিহীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্য প্রতিষ্ঠানের নামে উপকরণ আমদানী পূর্বক Spun Pretressed Concrete (SPC) Pole স্থানীয় রপ্তানীর বিপরীতে বিধি বহির্ভূতভাবে প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৩,৮৫,২৩,২৮৯/-
১৫.	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অডিটযোগ্য নথিপত্র অডিটে উপস্থাপন না করা প্রসংগে।	২৮,৪৩,৩১,৯০৬/
	মোট =	৪০,২৬,৫৯,৫৮৬/-
	৬টি বানিজ্যিক ব্যাংকের ১১টি শাখা	
১৬.	সিগারেট রপ্তানীর বিপরীতে প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত কোন সমহার আদেশ না থাকা সত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২০,৪৫,৪০,৪৮১/-
১৭.	রপ্তানী পণ্যের প্রাপ্য সমহার অপেক্ষা বিধি বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত হারে শুল্ক ও মূসক প্রত্যপর্ণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৮১,৮১,৩৮৭/-
১৮.	পণ্য চূড়ান্ত রপ্তানীর পর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন না করা সত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যপর্ণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৯,১৪,২৬৯/-
১৯.	রপ্তানী পণ্যের (চামড়া) শ্রেনী পরিবর্তন করে অনিয়মিতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি	১,০৯,২৯,৭৪৯/-
২০.	Cow split leather রপ্তানীর বিপরীতে বিধি বহির্ভূতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৩১,৯৬,৪০৩/-
	মোট =	২২,৮৭,৬২,২৮৯/-
	সর্বমোট =	৬৩,১৪,২১,৮৭৫/-

অডিট বিষয়ক তথ্য
(Information of Audit)

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর **(Audited Year)**	ঃ	২০০২-২০০৭
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান **(Audited Unit)**	ঃ	শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো) এবং ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিম্নবর্ণিত ১১টি শাখা ঃ ☞ জনতা ব্যাংক লিঃ (বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোঃ শাখা, পল্টন, পোস্তা শাখা, এলিফ্যান্ট রোড কর্পোঃ শাখা, নিউ মার্কেট শাখা, ইমামগঞ্জ কর্পোঃ শাখা, ঢাকা)। ☞ রূপালী ব্যাংক লিঃ (পুরানা পল্টন কর্পোঃ শাখা, রমনা কর্পোঃ শাখা, ঢাকা) ☞ অগ্রণী ব্যাংক লিঃ (প্রধান শাখা, বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগ, ঢাকা)। ☞ সোনালী ব্যাংক লিঃ, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোঃ শাখা, ঢাকা। ☞ দি সিটি ব্যাংক লিঃ, নিউ মার্কেট শাখা, ঢাকা। ☞ ষ্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, দিলকুশা শাখা, ঢাকা।
নিরীক্ষার প্রকৃতি **(Nature of Audit)**	ঃ	বিশেষ অডিট
নিরীক্ষার সময় **(Period of Audit)**	ঃ	৮/৭/০৭ হতে ২৭/১/০৮
রিপোর্ট ইস্যুর তারিখ	ঃ	২১/৫/২০০৮
ডিও জারীর তারিখ	ঃ	১৮/২/২০০৯
নিরীক্ষা পদ্ধতি **(Audit Methodology)**	ঃ	পরীক্ষামূলক নিরীক্ষা (Test Audit) - রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা, তথ্যাদি বিশ্লেষণ, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে যারা ছিলেন **রিপোর্ট প্রণয়ন ঃ**	ঃ	(ক) জনাব মোঃ এ.কে. আজাদ খান, উপ-পরিচালক (দল প্রধান) (খ) জনাব মোঃ মাহমুদুল হক, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার, (সদস্য) (গ) জনাব মোঃ এনামুল হক ভূইয়া, এস.এ.এস সুপার (সদস্য) (ঘ) জনাব মোঃ বাবুল আক্তার, অডিটর, (সদস্য) (ঙ) জনাব মোঃ ইয়াহিয়া, অডিটর, সদস্য (সদস্য)
রিপোর্ট তত্ত্বাবধায়ন	ঃ	জনাব মোঃ কামাল আনোয়ার, পরিচালক
সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন	ঃ	জনাব মোঃ আবদুল বাছেত খান, মহাপরিচালক

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- শুল্ক ও কর প্রত্যর্পণ সরকারি আদেশ মোতাবেক এবং উপকরণ- উৎপাদন সহগের (Input Output Co-efficient) ভিত্তিতে যথাযথভাবে প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়নি।
- আমদানীকৃত বিল অব এন্ট্রি বা মূসক-১১ চালান পত্রের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে ক্রীত পণ্যদ্বারা উৎপাদিত মালামাল প্রকৃত পক্ষে রপ্তানী করা হয়েছে কিনা এবং পণ্য রপ্তানীর বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসিত (Realized) হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা না করে প্রত্যর্পণ প্রদান করায় প্রাপ্যর চেয়ে অতিরিক্ত প্রদান।
- রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানকে পণ্য রপ্তানীর বিপরীতে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা হতে জারীকৃত বিভিন্ন এস.আর.ও এবং সাধারণ আদেশ নং-১৫/মূসক/৯৫ তাং- ১৯/৯/৯৫ সহ অন্যান্য আদেশ অনুযায়ী যথাযথভাবে প্রত্যর্পন প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।
- মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধি -১৯৯১ যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- কাষ্টমস্ এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক জারীকৃত এ সংক্রান্ত এস,আর,ও এবং সাধারণ আদেশ সমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ না করায় প্রাপ্য প্রত্যপর্ণের চেয়ে অতিরিক্ত প্রদান।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ (Causes of Irregularities & Losses) ঃ

- সরকারি আদেশ/ নির্দেশ পরিপালন না করায় শুল্ক ও মূসক বাবদ অতিরিক্ত প্রত্যর্পণ করা।
- ডেডো কর্তৃক সঠিকভাবে উপকরণ - উৎপাদন সহগ প্রস্তুত ও তা অনুসরণ না করা।
- প্রত্যর্পণ মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর এবং প্রাপ্যতা অপেক্ষা অতিরিক্ত শুল্ক - কর প্রত্যর্পণ করা।
- প্রত্যর্পণ আবেদনের সময়কালের সহগ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আবেদনের অনেক পরের সহগের ভিত্তিতে প্রত্যর্পণ করা।
- দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ব্যবস্থা।

অডিটের সুপারিশ (Re-commendations) ঃ

- বর্ণিত অনিয়ম দূরীকরণে কাষ্টমস্ এ্যাক্ট ১৯৬৯, মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধি ১৯৯১, সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান এবং সরকারি আদেশ নির্দেশ পরিপালন নিশ্চিত করা আবশ্যক।

- প্রত্যর্পণের বিপরীতে রপ্তানীর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সকল বিল অব এক্সপোর্ট, ইউ.পি/ইউ.ডি, তথ্যাবলী, ডকুমেন্টস, এল.সি, ইনভয়েস, ডেডোর সহগ, প্রত্যর্পণ ভাউচার ইত্যাদি যথাযথভাবে যাচাই করার বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

- রপ্তানী পণ্যের বিপরীতে প্রত্যর্পণের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের তদারকি এবং রাজস্ব ফাঁকি রোধকল্পে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন।

- রাজস্ব ক্ষতির বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অর্থ আদায়ের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

- Duty Draw Back/শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি বিধান প্রতিপালন করা প্রয়োজন।

- শুল্ক-কর বাবদ বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যার্পিত অর্থ ডেডো কর্তৃক অভ্যন্তরীণভাবে নিরীক্ষা করা প্রয়োজন।

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করণ আবশ্যক।

- ব্যবস্থাপনায় মনিটরিং সিস্টেম জোরদারকরণ।

শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো) অফিসের বাজেট এবং অডিট আপত্তির কারণে আদায়কৃত অর্থের বিবরণীঃ

এ অফিসের বাজেট বরাদ্দ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পাঁচটি অর্থ বৎসরে শুল্ক করাদি প্রত্যর্পণ বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ২৭৭.৭৯ কেটি টাকা সরকারি খাতে সমর্পন করা হয় নি। বিবরণ নিম্নরুপ ঃ-

অংক সমূহ (কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	অর্থ বৎসর	ডিউটি ড্র-ব্যাক বাবদ বরাদ্দকৃত টাকা	ডেডো কর্তৃক প্রত্যর্পণ	ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যর্পণ	মোট প্রত্যর্পণ	অব্যয়িত টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	২০০২-০৩	১৯৯.০০	৫১.২৮	৫৯.০৫	১১০.৩৩	৮৮.৬৭
২	২০০৩-০৪	১৫০.০০	৫৮.৭২	৫১.১৫	১০৯.৮৭	৪০.১৩
৩	২০০৪-০৫	১৫০.০০	৭৩.২৭	৪৪.০৯	১১৭.৩৬	৩২.৬৪
৪	২০০৫-০৬	১৬২.০০	৭৯.৭৬	৩২.৩৫	১১২.১১	৪৯.৮৯
৫	২০০৬-০৭	১৭৫.০০	৬৮.৪১	৪০.১৩	১০৮.৫৪	৬৬.৪৬
	সর্বমোট=	**৮৩৬.০০**	**৩৩১.৪৪**	**২২৬.৭৭**	**৫৫৮.২১**	**২৭৭.৭৯**

এ অডিটের আওতায় ২০০২-২০০৭ সময়ের ডেডো অফিসে মোট ৯৯৭৯ টি নথির বিপরীতে ৩৩১.৪৪ কোটি টাকা প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়েছে।

- অডিট টীম কর্তৃক চাহিদা প্রদান করা সত্বেও অডিটের নিকট মাত্র ৪৬৯৭টি নথি (৪৭.০৭%) উপস্থাপন করা হয় অর্থাৎ অবশিষ্ট ৫,২৮২ টি নথি উপস্থাপন করা হয়নি।
- এতে অডিট কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে এবং অনিয়মের অতি ক্ষুদ্রাংশ এ অডিট প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

*** ২০০২-০৭ সনের ডেডো অফিসের অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে আদায়কৃত ১১,২৩,৫৯৭/৫০ টাকার বিবরণী নিম্নরূপ ঃ

ক্রঃ নং	রপ্তানী কারক প্রতিষ্ঠানের নাম	আপত্তির বিষয়বস্তু	আদায়কৃত টাকার ট্রেজারী চালান নং ও তারিখ	আদায়কৃত টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
১	মেসার্স জাসো এলুকেটিং প্রাঃ লিঃ	আমদানীকৃত উপকরণের পরিমাণের চেয়ে রপ্তানীকৃত পণ্যে উক্ত উপকরণের পরিমাণ বেশী দেখিয়ে প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১১/৪০, ১১/৪১ ও ১১/৪২ তাং- ৭/২/০৮	১,৭৩,৪০৬/-
২	মেসার্স বি জে জি ই ও টেক্সটাইল লিঃ	রপ্তানীকৃত পণ্যে ব্যবহৃত আমদানীকৃত উপকরণের উপর প্রাপ্য প্রত্যর্পণের চেয়ে অতিরিক্ত প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২৩/৪৬ তাং-২১/১১/০৭	৯০,৮৮১/-

ক্রঃ নং	রপ্তানী কারক প্রতিষ্ঠানের নাম	আপত্তির বিষয়বস্তু	আদায়কৃত টাকার ট্রেজারী চালান নং ও তারিখ	আদায়কৃত টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
৩	মেসার্স মেঘনা ইনোভা রাবার কোং লিঃ	রপ্তানীকৃত পণ্যে ব্যবহৃত আমদানীকৃত উপকরণের আমদানী পর্যায়ের পরিশোধিত শুল্ক অপেক্ষা অতিরিক্ত শুল্ক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১০১, ১০২ ও ১০৩ তাং-২৯/১১/০৭	৪৮,৫৯২/৫০
৪	মেসার্স সি ই এইচ মনিকো জেভি	রাস্তা নির্মাণ জয়েন্ট ভেঞ্চার প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রত্যর্পণ প্রাপ্য ৫০% মূসক এর স্থলে অতিরিক্ত প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	০৮/২২ তাং-২৫/২/০৮	১১,৫৬৩/-
৫	মেসার্স জাসো এলুকেটিং প্রাঃ লিঃ	উপকরণ আমদানীর পূর্বেই উক্ত উপকরণ রপ্তানী পণ্যে ব্যবহার দেখিয়ে প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	০৬/২০ তাং-১/০৪/২০০৮, ০৯/১৫ ও ০৯/১৬ তাং-১০/৪/০৮	৭,৯৯,১৫৫/-
			সর্বমোট=	১১,২৩,৫৯৭/৫০

২০০২-০৭ সনের বাণিজ্যিক ব্যাংকের শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদানের ক্ষেত্রে অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে আদায়কৃত ২৮,১১,৪৫৬/৭৩ টাকার বিবরণী নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	শুল্ক ও মূসক প্রদানকারী ব্যাংকের নাম	আপত্তির বিষয়বস্তু	আদায়কৃত টাকার ট্রেজারী চালান নং ও তারিখ	আদায়কৃত টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
১	জনতা ব্যাংক লিঃ, লোকাল অফিস, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা	পণ্য চূড়ান্ত রপ্তানীর পর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা এর ট্রেজারী চালান নং-৫৮ তাং- ১৭/৬/০৮ মূলে ১৯,৯৭,৯৬৬/১১ টাকা জমা প্রদান	৩,৫৪,১৫৮/-
২	"	এল-সি, রপ্তানী চুক্তি ও রপ্তানী পণ্যের শিপিং বিলে কাষ্টমস্ কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা প্রতিবেদনে Crust leather থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে শ্রেণী পরিবর্তন করে Finished leather হিসাবে প্রত্যর্পণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।		১,৪৬,১৪৪/৬১

৩—

ক্রঃ নং	শুল্ক ও মূসক প্রদানকারী ব্যাংকের নাম	আপত্তির বিষয়বস্তু	আদায়কৃত টাকার ট্রেজারী চালান নং ও তারিখ	আদায়কৃত টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
৩	"	রপ্তানীকৃত cow split leather এর বিপরীতে বিধি বহির্ভুতভাবে প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।		১,০৬,২০৪/-
৪	"	এল.সি এর প্রদর্শিত চামড়ার চেয়ে বেশী পরিমাণ চামড়া রপ্তানী প্রদর্শনের বিপরীতে অনিয়মিতভাবে প্রত্যর্পন প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।		৫,৫৭,৪৫৯/-
৫	"	রপ্তনী পণ্যের শিপিং বিলে চূড়ান্ত রপ্তানী সম্পর্কে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কোন পরীক্ষা প্রতিবেদন ও সহি/স্বাক্ষর না থাকা সত্বেও অনিয়মিতভাবে প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।		৮,৩৪,০০১/-
৬	ষ্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, দিলকুশা শাখা, ঢাকা	পণ্য চূড়ান্ত রপ্তানীর পর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন না করা সত্বেও অনিয়মিতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	চালান নং-৭১/০৪-০৫ তাং-২/৭/০৮ চালান নং- ৭১/২৪ তাং- ৮/৬/০৮ নং- ৭১/২৯ ও ৩৪ তাং- ১১/৮/০৮	২,১৭,৬৫৫/৯২
৭	"	প্রাপ্য সমহার অপেক্ষা অতিরিক্ত শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	চালান নং- ৭১/২৫ তাং- ৮/৬/০৮	১,৮৪,২১৬/২০
৮	জনতা ব্যাংক লিঃ, ইমামগঞ্জ কর্পোঃ শাখা, ঢাকা	পণ্য চূড়ান্ত রপ্তানীর পর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন না করা সত্বেও অনিয়মিতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	চালান নং- ১২৫ ও ১২৮ তাং- ২৬/১১/০৮	৩,৫৯,৯৫৫/-
৯	"	এল-সি, রপ্তানী চুক্তি ও রপ্তানী পণ্যের শিপিং বিলে কাষ্টমস্ কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা প্রতিবেদনে Crust leather থাকা সত্বেও অনিয়মিতভাবে শ্রেণী পরিবর্তন করে Finished leather হিসাবে প্রত্যর্পন করায় রাজস্ব ক্ষতি।	চালান নং- ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৬, ১২৭ ও ১৩০ তাং- ২৮/১০/০৮	৫১,৬৬৩/-
			সর্বমোট =	২৮,১১,৪৫৬/৭৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদ সমূহ)

শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

শিরোনাম ঃ কাষ্টমস্ বন্ড কমিশনারেট হতে কাপড় রপ্তানীর জন্য ইস্যুকৃত ২টি ইউ, পি (ইউটিলাইজেশন পারমিশন) টেম্পারিং (পরিবর্তন) এর মাধ্যমে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ৭০,১৮,৫৫৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ মহাপরিচালক, শুল্ক, রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০২-০৭ সনের হিসাব বিশেষ অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেসার্স সাদমুছা ফেব্রিক্স লিঃ (ইউনিট-২) এর বিপরীতে কাষ্টমস্ বন্ড কমিশনারেট হতে কাপড় রপ্তানীর জন্য কনষ্ট্রাকশন/গঠন বিহীন কাপড়ের শুধুমাত্র ৫২% পলিষ্টার, ৪৮% কটন উল্লেখ করে ২টি ইউ,পি (ইউটিলাইজেশন পারমিশন) যথাক্রমে নং- ১০৭৮ তাং- ১০/০২/০৪ ও নং- ২০২৬ তাং-২২/০৩/০৪ মূলে ইস্যু করা হয়। উক্ত ইস্যুকৃত ইউ,পি তে পরবর্তীতে ৫০% পলিষ্টার, ৫০% কটন ও ২৪ X ১৬/১২২ X ৪৮ কনষ্ট্রাকশন/ গঠন দেখিয়ে টেম্পারিং এর মাধ্যমে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ৭০,১৮,৫৫৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে- যা আদায়যোগ্য।
- কারণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক Pigment Printed Fabrics এর রপ্তানীর ক্ষেত্রে এর উৎপাদনে ব্যবহৃত ও আমদানীকৃত কাঁচামালের উপর পরিশোধিত শুল্ক ও মূসক উক্ত কাপড়ের Construction/ গঠন এর উপর সমহার নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু কাষ্টমস বন্ড কমিশনারেট হতে ইস্যুকৃত/ খালাসকৃত উক্ত ২টি ইউ,পি এর বর্ণিত কাপড়ের কনষ্ট্রাকশন নেই এবং উক্ত কাপড় ৫২% পলিষ্টার, ৪৮% কটন উল্লেখ থাকার পরও উল্লেখিত ইউ,পি টেম্পারিং এর মাধ্যমে (রপ্তানীতে) ৫০% পলিষ্টার, ৫০% কটন ও ২৪ ×১৬ / ১২২ × ৪৮ Construction/ গঠন প্রদর্শনের বিপরীতে রিফান্ড ভাউচারে সমহার আদেশ নং- ১(৪) মূসক (পরিঃ ও প্রত্যর্পণ)/৯৯/১৯১ তাং-৪/১০/০১ এর ১৯ নং ক্রমিকের সমহার রেট অনুযায়ী শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়েছে-যা প্রাপ্য নয়। উল্লেখ্য যে, ৫২% পলিষ্টার, ৪৮% কটনের ক্ষেত্রে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণের কোন সমহার আদেশ নেই। তাছাড়া কাপড়ের কনষ্ট্রাকশন/গঠনের উপর শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণের সমহারের হার নির্ধারিত হয়ে থাকে।
- **বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট - ক দ্রষ্টব্য।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বরাবরে আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করার বিষয়ে কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ, ইতিমধ্যে আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বিধি বহির্ভূতভাবে প্রত্যর্পণকৃত অর্থ ডেডোর সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অবিলম্বে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

শিরোনাম ঃ কাষ্টমস্ বন্ড কমিশনারেট হতে ইউ, পিতে (ইউটিলাইজেশন পারমিশন) রপ্তানীর জন্য কাপড় খালাসের পুর্বেই উক্ত ইউ,পির কাপড় রপ্তানীর বিপরীতে বিধি বহির্ভূতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ১,২৯,৩৬,৩২৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ মহা পরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০২-০৭ সনের হিসাব বিশেষ অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেসার্স সাদমুছা ফেব্রিক্স লিঃ (ইউনিট-২), মেসার্স সাত্তার টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ ও মেসার্স এপেক্স উইভিং এন্ড ফিনিশিং মিলস্ লিঃ এর কাষ্টম বন্ড কমিশনারেট হতে ইউ,পিতে (ইউটিলাইজেশন পারমিশন) রপ্তানীর জন্য কাপড় খালাসের পূর্বেই উক্ত ইউ,পির কাপড় রপ্তানীর বিপরীতে বিধি বহির্ভূতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ১,২৯,৩৬,৩২৮/৪৮ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে -যা আদায়যোগ্য।

- কারণ, রপ্তানীর পরের খালাসকৃত/ ইস্যুকৃত ইউ,পি এর কাপড় উক্ত রপ্তানীতে কোন ক্রমেই ব্যবহৃত হয়নি বিধায় এ প্রত্যর্পণ প্রাপ্য নয়। এক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ধারা ১৩(১) লংঘন করা হয়েছে।

- **বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট -খ দ্রষ্টব্য**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ বিনিয়োগ বোর্ডের সুপারিশের পর কাষ্টমস্ বন্ড কমিশনারেট হতে ইউ,পি ইস্যু করতে বিলম্ব হওয়ায় রপ্তানীকারক ইউ,পি অনুমোদন/ ইস্যুর পূর্বেই পণ্য শিপমেন্ট/ রপ্তানী করেছেন। দ্বিতীয়তঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বরাবরে আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করণ বিষয়ে কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ কাষ্টমস্ বন্ড কমিশনারেট হতে ইউ,পির মাধ্যমে রপ্তানী পণ্য খালাসের পূর্বে উক্ত ইউ,পির পণ্য রপ্তানী দেখানোর কোন অবকাশ নেই বিধায় ইতিমধ্যে আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বিধি বহির্ভূতভাবে প্রত্যর্পণকৃত অর্থ ডেডোর সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অবিলম্বে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

শিরোনাম ঃ **কাষ্টমস্ বন্ড কমিশনারেট হতে ইউ, পিতে (ইউটিলাইজেশন পারমিশন) রপ্তানীর জন্য খালাসকৃত কাপড়ের পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত পরিমাণ কাপড় রপ্তানীর বিপরীতে অনিয়মিতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ৯,৪৮,৫০৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০২-০৭ সনের হিসাব বিশেষ অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেসার্স সাদমুছা ফেব্রিক্স লিঃ (ইউনিট-২) ও মেসার্স এপেক্স উইভিং এন্ড ফিনিশিং মিলস্ লিঃ এর কাষ্টমস্ বন্ড কমিশনারেট হতে ইউ, পিতে (ইউটিলাইজেশন পারমিশন) রপ্তানীর জন্য খালাসকৃত কাপড়ের পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত পরিমাণ কাপড় রপ্তানীর বিপরীতে অনিয়মিতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ৯,৪৮,৫০৭/৬৭ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে-যা আদায়যোগ্য।
- কারণ, কাষ্টমস্ বন্ড কমিশনারেট হতে ইউ,পি এর খালাসকৃত কাপড়ের পরিমাণের চেয়ে উক্ত ইউ,পির কাপড় অতিরিক্ত পরিমাণ রপ্তানী দেখানোর কোন সুযোগ নেই বিধায় এক্ষেত্রে কোন ক্রমেই অতিরিক্ত প্রদর্শিত কাপড়ের বিপরীতে প্রত্যর্পণ প্রাপ্য নয়।
- **বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট - গ দ্রষ্টব্য**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বরাবরে আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমাকরণ বিষয়ে কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ ইতিমধ্যে আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষগারে জমা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বিধি বহির্ভূতভাবে প্রত্যর্পণকৃত অর্থ ডেডোর সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অবিলম্বে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

শিরোনাম ঃ মৎস্য রপ্তানী সম্পৃক্ত আমদানীকৃত যন্ত্রাংশ ফিশিং ট্রলারে ব্যবহারের ৬ (ছয়) মাস পরে প্রত্যর্পণ দাবী করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ৩১,২৯,০২১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ মহাপরিচালক, শুল্ক, রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০২-০৭ সনের হিসাব বিশেষ অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- কয়েকটি ফিশিং কোম্পানী কর্তৃক মৎস্য রপ্তানী সম্পৃক্ত আমদানীকৃত যন্ত্রাংশ ফিশিং ট্রলারে ব্যবহারের ৬ (ছয়) মাস পরে প্রত্যর্পণ দাবী করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ৩১,২৯,০২০/৮৩ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে -যা আদায়যোগ্য।

- কারণ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এর আদেশ নং- ১ (১৯) মূসক (পরিঃ প্রর্ত্যপণ)/৯৩/২৪৯ তাং-৬/১১/২০০০ ইং এর ব্যাখ্যা মোতাবেক মৎস্য আহরণের জন্য কোন যন্ত্রাংশ/ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে রপ্তানীকৃত পণ্যের বিপরীতে প্রত্যর্পণ প্রদান করা যাবে। তবে উক্ত যন্ত্রাংশ/যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সনদপত্র বিনিয়োগ বোর্ড অথবা সামুদ্রিক মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত হলে এবং ব্যবহারের তারিখ থেকে ৬(ছয়) মাসের মধ্যে শিপিং বিলের সাথে প্রত্যর্পণ এর আবেদন করা হলে প্রত্যর্পণ মঞ্জুর করা যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যায় ফিশিং কোম্পানীগুলো কর্তৃক আমদানীকৃত যন্ত্রাংশ ব্যবহারের ৬ (ছয়) মাস পরে প্রত্যর্পণের জন্য আবেদন করা সত্ত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়েছে- যা প্রাপ্য নয়।

- **বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-ঘ দ্রষ্টব্য ।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বরাবরে দাবীনামা সম্বলিত কারণ দর্শানো নোটিশ সহ আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে ট্রেজারী চালানের কপি প্রেরণের জন্য পত্র জারী করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫৫ ও ৫৬ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে/দায়ী কর্মকর্তাবৃন্দের নিকট হতে অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বিধি বহির্ভূতভাবে প্রত্যর্পণকৃত অর্থ ডেডোর সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অবিলম্বে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

শিরোনাম ঃ **আমদানীকৃত উপকরণের বিপরীতে চলতি হিসাব রেজিষ্টারে মূসক রেয়াত গ্রহণের পর উক্ত মূসক সমম্বয়ের যথাযথ প্রমাণক না থাকা সত্বেও অনিয়মিতভাবে বর্ণিত মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ১৬,১০,৭৬৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০২-০৭ সনের বিশেষ অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেসার্স বাংলাদেশ ষ্টীল রিরোলিং মিলস্ লিঃ কে আমদানীকৃত উপকরণের উপর চলতি হিসাব রেজিষ্টারে মূসক রেয়াত গ্রহণের পর উক্ত মূসক সমম্বয়ের যথাযথ প্রমাণক না থাকা সত্বেও অনিয়মিতভাবে উল্লেখিত মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ১৬,১০,৭৬৩/৩৫ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে- যা আদায়যোগ্য।
- কারণ বিল অব এন্ট্রি নং-সি-৮০৭৮২ তাং-৮/৪/০১, সি- ৮১১৬৩ তাং-৯/৪/০১ এবং সি-৮২৬৫২ তাং-১৬/৪/০১ এর বিপরীতে ১৫০০ মেঃ টন এম এস বিলেট আমদানী করা হয়-যা চলতি হিসাব রেজিষ্টারে সি-৮০৭৮২ তাং-৮/৪/০১ এবং সি-৮১১৬৩ তাং-৯/৪/০১ এর মূসক বাবত ১৯,৮১,২০৬/৩৮ টাকা ১২/৪/০১ ইং তারিখে এবং সি-৮২৬৫২ তাং-১৬/৪/০১ এর মূসক বাবত ৯,০৯,৬০৩/১৯ টাকা ১৯/৪/০১ ইং তারিখে রেয়াত গ্রহণ করা হয়। নথি নং-১/ডেডো/ ২০০২/৪৩১, নং-১/ডেডো/২০০২/৪৩২ এবং নং-১/ডেডো/২০০২/৪৩৯ এর বিপরীতে উল্লেখিত ৩টি বিল অব এন্ট্রির ১৫০০ মেঃ টন উপকরণের মধ্য হতে ৮১৩.০২০ মেঃ টন উপকরণের উৎপাদিত পণ্য "টোর ষ্টীল বার" ৭৬৭.০০ মেঃ টন স্থানীয় রপ্তানীর মাধ্যমে ৩১ টি চালানে (মূসক -১১) রপ্তানী দেখানো হলেও উক্ত ৩১টি চালানের মূসক সমম্বয়ের কোন প্রমাণ চলতি হিসাব রেজিষ্টারে পাওয়া যায় নি। অথচ স্থানীয় রপ্তানীর উক্ত উপকরণের বিপরীতে অনিয়মিতভাবে রেয়াত গ্রহণকৃত ১৬,১০,৭৬৩/৩৫ টাকা পুনরায় মূসক বাবদ প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়েছে।
- **বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-ঙ দ্রষ্টব্য।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বরাবরে দাবীনামা সম্বলিত কারণ দর্শানো নোটিশসহ আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে ট্রেজারী চালানের কপি প্রেরণের জন্য পত্র জারী করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ধারা ৫৫ ও ৫৬ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে/দায়ী কর্মকর্তাবৃন্দের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বিধি বহির্ভূতভাবে প্রত্যর্পণকৃত অর্থ ডেডোর সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অবিলম্বে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

শিরোনাম ঃ **ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউ পি)-তে খালাসকৃত কাপড়ে কনষ্ট্রাকশন না থাকা সত্বেও রপ্তানীর সময় উক্ত কাপড়ে কনষ্ট্রাকশন দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ১,১৫,৬১,৯৬৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০২-০৭ সনের হিসাব বিশেষ অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেসার্স সাদমুছা ফেব্রিক্স লিঃ (ইউনিট-২) ও মেসার্স এপেক্স উইভিং এন্ড ফিনিশিং মিলস্ লিঃ এর কাষ্টমস বন্ড কমিশনারেট হতে ইউ,পিতে (ইউটিলাইজেশন পারমিশন) রপ্তানীর জন্য খালাসকৃত কাপড়ে Construction/গঠন না থাকা সত্বেও রপ্তানীর সময় উক্ত ইউ,পির কাপড়ে কনস্ট্রাকশন/ গঠন দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ১,১৫,৬১,৯৬৭/৬৬ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে-যা আদায়যোগ্য।
- কারন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে জারীকৃত সমহার আদেশ সমূহে Pigment Printed Fabrics এর রপ্তানীর ক্ষেত্রে এর উৎপাদনে ব্যবহৃত ও আমদানীকৃত কাঁচামালের উপর পরিশোধিত শুল্ক ও মূসক উক্ত কাপড়ের কনষ্ট্রাকশন/ গঠন এর উপর সমহার নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু কাষ্টমস্ বন্ড কমিশনারেট হতে বর্ণিত ইউ,পি এর খালাসকৃত কাপড়ের কোন Construction/গঠন ছিল না । অথচ উক্ত ইউ,পি এর কনষ্ট্রাকশন বিহীন কাপড়ের বিপরীতে কনস্ট্রাকশন প্রদর্শন পূর্বক প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়েছে- যা প্রাপ্য নয়।
- **বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-চদ্রষ্টব্য**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বরাবরে আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমাকরণ বিষয়ে কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারন ইতিমধ্যে আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষগারে জমা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বিধি বহির্ভূতভাবে প্রত্যর্পণকৃত অর্থ ডেডোর সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অবিলম্বে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

শিরোনাম ঃ **ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউ পি) এর মাধ্যমে খালাসকৃত কাপড়ের কনস্ট্রাকশনের সাথে রপ্তানীকৃত উক্ত ইউ,পির কাপড়ের কনষ্ট্রাকশনের মিল না থাকা সত্বেও অনিয়মিতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ২১,২০,৬৯৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০২-০৭ সনের হিসাব অডিট কালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- কাষ্টমস বন্ড কমিশনারেট হতে রপ্তানীর জন্য ইউ,পি (ইউটিলাইজেশন পারমিশন) এর মাধ্যমে খালাসকৃত কাপড়ের কনস্ট্রাকশন/ গঠন এর সহিত রপ্তানীকৃত (উক্ত ইউ,পির) কাপড়ের কনস্ট্রাকশনের মিল না থাকা সত্বেও উল্লেখিত ইউ,পির কাপড়ের বিপরীতে অনিয়মিতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ২১,২০,৬৯৫/৬২ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে- যা আদায়যোগ্য।

- কারণ, কাষ্টমস্ বন্ড কমিশনারেট হতে ইউ,পি এর মাধ্যমে খালাসকৃত কাপড়ের বর্ণিত কনস্ট্রাকশন/ গঠনের সহিত উক্ত ইউ,পির রপ্তানীকৃত কাপড়ের কনস্ট্রাকশন/ গঠনের মিল না থাকলে প্রত্যর্পণ প্রাপ্য নয়।

- **বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-ছ দ্রষ্টব্য**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বরাবরে আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করণ বিষয়ে কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ ইতিমধ্যে আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষগারে জমা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বিধি বহির্ভূতভাবে প্রত্যর্পণকৃত অর্থ ডেডোর সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অবিলম্বে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

শিরোনাম ঃ **প্রত্যর্পণ আবেদনের সময়কালের সহগ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আবেদনের অনেক পরের সহগের ভিত্তিতে প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ২,৬০,৯৬,১৭৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ মহাপরিচালক, শুল্ক, রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০২-০৭ সনের হিসাব বিশেষ অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- প্রত্যর্পণ আবেদনের সময়কালের সহগ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আবেদনের অনেক পরের সহগের ভিত্তিতে প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ২,৬০,৯৬,১৭৬/৪৩ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে-যা আদায়যোগ্য। কারণ, একই মালিকের ২ টি প্রতিষ্ঠান (১) মেসার্স জেমকন এস পি সি পোলস লিঃ এবং (২) মেসার্স চরকা এস পি সি পোলস লিঃ আর্ন্তজাতিক দরপত্রের মাধ্যমে REB এর নিকট স্থানীয়ভাবে SPC Poles রপ্তানী করা হয়েছে। REB বাংলাদেশের একমাত্র SPC Poles ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান। উক্ত স্থানীয় রপ্তানীর ২ হতে ৬ মাসের মধ্যে প্রত্যর্পণ দাবীর জন্য ডেডো অফিসে আবেদন করা হয়েছে।
- কিন্তু প্রত্যর্পণ দাবীর সময়কালের মধ্যে যথাক্রমে ২১/১০/৯৬ ও ৩/৫/২০০০ তারিখের অনুমোদিত সহগ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও রপ্তানীর ১ বৎসর বা তারও পরের তৈরী সহগের ভিত্তিতে অনিয়মিতভাবে উক্ত প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যমান ১৯৯৬ ও ২০০০ সনের অনুমোদিত সহগে SPC Poles উৎপাদনের উপকরণ ব্যবহার একই পরিমাণ রয়েছে। অথচ রপ্তানীর ১ বৎসর পর অর্থাৎ ২৪/৭/০৪ তারিখের অনুমোদিত সহগে উপকরণ ব্যবহারের পরিমাণ অনেক বেশী দেখিয়ে প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়েছে। রপ্তানীকৃত পণ্যের সহগ তৈরী / নির্ধারণের প্রয়োজন হলে উক্ত পণ্য উৎপাদনের সময়ই সহগ তৈরী / নির্ধারণ করার কথা। উল্লেখ্য যে, এ ধরণের আপত্তির প্রেক্ষিতে ডেডো কর্তৃক বিভিন্ন নথিতে অতিরিক্ত প্রত্যর্পণের টাকা আদায় করা হয়েছে।
- **বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-জ দ্রষ্টব্য**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ প্রকৃত হারে প্রত্যর্পণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ দাবীর পরেই সহগ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। কারণ প্রত্যর্পণ দাবীর সাথে প্রয়োজনীয় দলিলাদি ও তথ্য দাখিল করা হয়। প্রকৃত হারে প্রত্যর্পণ দাবী নিস্পত্তির ক্ষেত্রে আবেদন দাখিলের পূর্বে সহগ নির্ধারণ করা হয় না।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ কোন উৎপাদিত পণ্যের বিদ্যমান সহগ থাকার পরও নতুন করে সহগ তৈরী/ নির্ধারণের প্রয়োজন হলে উক্ত পণ্য উৎপাদনের সময় কালেই সহগ তৈরী/ নির্ধারণ করতে হয় এবং সেই সহগের ভিত্তিতে পণ্য উৎপাদন পূর্বক রপ্তানী করার কথা । এক্ষেত্রে রপ্তানীর ১ বৎসর বা তারও অধিক সময়ের পরে উক্ত রপ্তানীকৃত পণ্যের সহগ তৈরী/ নির্ধারণ করে প্রত্যর্পণ প্রদান করার কোন সুযোগ নেই। পণ্য রপ্তানীর পর উক্ত রপ্তানীকৃত পণ্যের সহগ নির্ধারণের কোন প্রশ্নই আসে না।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বিধি বহির্ভূতভাবে প্রত্যর্পণকৃত অর্থ ডেডোর সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অবিলম্বে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

শিরোনাম ঃ **ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউ,পি) এর মাধ্যমে রপ্তানীর জন্য খালাসকৃত ১০০% কটন কাপড়ের স্থলে রপ্তানীতে ৫০% পলিষ্টার, ৫০% কটন কাপড় প্রদর্শনপূর্বক অনিয়মিতভাবে প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ১০,৬৭,৩২৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০২-০৭ সনের হিসাব বিশেষ অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেসার্স সাত্তার টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর কাষ্টমস্ বন্ড কমিশনারেট হতে ইউ, পি (ইউটিলাইজেশন পারমিশন) এর মাধ্যমে রপ্তানীর জন্য খালাসকৃত ১০০% কটন কাপড়ের স্থলে রপ্তানীতে ৫০% পলিষ্টার, ৫০% কটন কাপড় প্রদর্শন পূর্বক অনিয়মিতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ১০,৬৭,৩২২/৭৮ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে-যা আদায়যোগ্য।

- কারণ, কাষ্টমস বন্ড কমিশনারেট হতে বর্ণিত ইউ,পি এর খালাসকৃত ১০০% কটন কাপড়ের স্থলে রপ্তানীতে ৫০% পলিষ্টার, ৫০% কটন কাপড় প্রদর্শনের কোন সুযোগ নেই।

- **বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-ঝ দ্রষ্টব্য**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ ১৮/০৬ নং ইউ,পি এর ৯ নং কলামে রপ্তানীযোগ্য পণ্যের বিবরণ ও কনজাম্পশনে মধ্যস্থ একটি স্থলে টাইপের ভুলের কারণে ১০০% কটন প্রিন্ট হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ কাষ্টমস্ বন্ড কমিশনারেট হতে বন্ডের কাপড় খালাসের ইউ,পিতে পণ্যের যে বর্ণনা থাকবে সেই পণ্য রপ্তানীর বিপরীতে তার নির্ধারিত সমহার অনুসারেই প্রত্যর্পণ প্রাপ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বিধি বহির্ভূতভাবে প্রত্যর্পণকৃত অর্থ ডেডোর সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অবিলম্বে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

শিরোনাম ঃ **একই দিনের অনুমোদিত সহগে একই ধরণের সরবরাহকৃত Spun Pretressed Concrete (SPC) Pole এ উপকরণের ব্যবহার ভিন্নতর দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ২০,৯৩,৯৩৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ মহাপরিচালক, শুল্ক, রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০২-০৭ সনের হিসাব বিশেষ অডিট কালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- একই দিনের অনুমোদিত সহগে, একই ধরণের সরবরাহকৃত Spun Pretressed Concrete (SPC) Pole উৎপাদনে উপকরণের ব্যবহার বেশী দেখিয়ে মেসার্স জেমকন লিঃ কে অনিয়মিতভাবে প্রাপ্যর অতিরিক্ত শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ২০,৯৩,৯৩৪/৭৪ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে -যা আদায় যোগ্য।
- কারণ, মেসার্স জেমকন লিঃ এবং মেসার্স কনটেক কনস্ট্রাকশন লিঃ এর Spun Pretressed Concrete (SPC) Pole (৩০-৬), ৯.০০ মিঃ, Class- ৬ এবং SPC Pole (৩৫-৫), ১০.৬০ মিঃ, Class- ৫ এর সহগ একই দিন অর্থাৎ ২৪/৭/০৪ ইং তারিখে অনুমোদন করা হয়। এক্ষেত্রে উপকরণ হাইটেনসিল ওয়্যার (H.T.Wire) এবং সিমেন্টের ব্যবহার মেসার্স কনটেক কনস্ট্রাকশন লিঃ এর চেয়ে অনেক বেশী দেখিয়ে মেসার্স জেমকন লিঃ এর সহগ অনুমোদন করা হয়েছে। একই দিনে একই ধরণের Spun Pretressed Concrete (SPC) Pole উৎপাদনের সহগে উপকরণের ব্যবহার ও একই হওয়া আবশ্যক। উপকরণের ব্যবহার বেশী দেখিয়ে সহগ অনুমোদন করায় উল্লেখিত রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- **বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-এঃ দ্রষ্টব্য।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ দরপত্রে উল্লেখিত বর্ণনা অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব ডিজাইন মোতাবেক SPC Pole তৈরী করে থাকে। উক্ত উৎপাদিত/ সরবরাহকৃত Spun Pretressed Concrete (SPC) Pole এর Structural / Design গত পার্থক্যের কারণে ব্যবহৃত কাঁচামালের পরিমাণ কম বা বেশী হয়। পণ্যের মূল্য এবং নাম একই হলে উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের পরিমাণ সকল ক্ষেত্রে একই হবে তা অযৌক্তিক। এ দপ্তরের জরিপ দল কর্তৃক সরজমিনে দেখে উৎপাদিত পণ্য যাচাই করে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিপরীতে সহগ সঠিকভাবে নির্ধারণ করেছে বিধায় আপত্তিটি প্রত্যাহারযোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ একই ক্রয়কারীর নিকট একই ধরণের সরবরাহকৃত Spun Pretressed Concrete (SPC) Pole এ একই দিনের অনুমোদিত সহগে উপকরণের ব্যবহার কোন অবস্থাতেই ভিন্নতর হতে পারে না বিধায় এ অতিরিক্ত প্রত্যর্পণ প্রাপ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বিধি বহির্ভূতভাবে প্রত্যর্পণকৃত অর্থ ডেডোর সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অবিলম্বে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

শিরোনাম ঃ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ ও গ্যাস_খাতে প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ৪৯,৫৬,৪৮৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০২-০৭ সনের হিসাব বিশেষ অডিট কালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- কিছু সংখ্যক ১০০% রপ্তানীমূখী প্রতিষ্ঠানকে সেবা খাতের বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল পরিশোধের পর প্রত্যর্পণ আবেদনের নির্ধারিত সময়সীমা (০৬ মাস) অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও অনেক পরের আবেদনকৃত দাবীর উপর ভিত্তি করে অনিয়মিতভাবে মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ৪৯,৫৬,৪৮৮/১৮ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে-যা আদায়যোগ্য।
- কারণ, মূসক আইন ১৯৯১ এর ধারা ২(গ) অনুযায়ী বিদ্যুৎ ও গ্যাস উপকরণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত। উক্ত মূসক আইন এর ধারা ৯(১) ও বিধি ১৯ অনুযায়ী বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়ার পর হতে পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিলের প্রদত্ত মূসক নির্ধারিত হারে রেয়াত গ্রহণ করতে হবে। কেননা সরকারি কোষাগারে মূসক সহ বিলের টাকা জমা করার পরই উক্ত জমাকৃত মূসক প্রত্যর্পণ প্রাপ্য হবে। অনুরূপভাবে মূসক আইন ১৯৯১ এর ১৩(১) ধারা মোতাবেক বিল সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের তারিখ হতে ০৬ মাসের মধ্যে মূসক প্রত্যর্পণের জন্য আবেদন করার আবশ্যকতা রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সেবাখাতের বিল সমূহ সরকারি কোষাগারে জমা হওয়ার ০৬ মাসের অনেক পরে (অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংকে বিল পরিশোধের ২/ ৩ বৎসর পর) প্রর্ত্যপণের জন্য আবেদন করা সত্বেও অনিয়মিতভাবে প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়েছে।
- উল্লেখ্য যে, অত্র অফিসের নথি নং- (১) ২/ডেডো/ বিদ্যুৎ/২০০২/২৩৮৬, (২)-২/ডেডো/গ্যাস/২০০৩/৭২৩ সহ অসংখ্য নথিতে সেবাখাতের বিল পরিশোধের তারিখ হতে প্রত্যর্পণ আবেদনের জন্য নির্ধারিত সময় ০৬ মাস হিসাব করে প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়েছে।
- **বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-ট দ্রষ্টব্য।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ শুল্ক ভবন/ ষ্টেশন গুলোতে বিল অব এক্সপোর্ট / শিপিং বিল গ্রহণের তারিখ এবং ডেডো-তে প্রত্যর্পণ আবেদন গ্রহণের তারিখ এ দুটোর ব্যবধান ০৬ (ছয়) মাস সময়ের মধ্যে হওয়া আবশ্যক। অডিট আপত্তিতে যে সকল নথি নম্বর এর উল্লেখ করা হয়েছে ঐ সকল ক্ষেত্রেই উক্ত বিধান প্রতিপালিত হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ রপ্তানীমূখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সেবা খাতের বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল পরিশোধের পরই উক্ত বিলের পরিশোধিত মূসক প্রত্যর্পণ হিসাবে প্রাপ্য হয়। এক্ষেত্রে বিল পরিশোধের তারিখই মুখ্য। কিন্তু সেবা খাতের পরিশোধিত বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিলের প্রত্যর্পন দাবীর সাথে নাম মাত্র শিপিং বিল দাখিল করতে হয় এই মর্মে যে প্রতিষ্ঠানটি রপ্তানীমূখী। এ পরিশোধিত বিলের বিদ্যুৎ ও গ্যাসে প্রত্যর্পণ দাবীর সাথের শিপিং বিলের রপ্তানী পণ্য যে উৎপাদিত হয়েছে তার কোন প্রত্যয়ণ/ প্রমাণ থাকে না। শুধুমাত্র প্রত্যর্পণ দাবীর জন্য শিপিং বিল সংযোজন করা হয়। সুতরাং সেবাখাতের বিল পরিশোধের তারিখ হতে ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে পরিশোধিত বিলের মূসক প্রত্যর্পণ দাবী করা না হলে উক্ত মূসক প্রত্যর্পণ প্রাপ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বিধি বহির্ভূতভাবে প্রত্যর্পণকৃত অর্থ ডেডোর সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অবিলম্বে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

শিরোনাম ঃ **একই দরপত্রের একই ধরণের Spun Pretressed Concrete (SPC) Pole সরবরাহের জন্য কার্যাদেশ প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত Spun Pretressed Concrete (SPC) Pole উৎপাদনে উপকরণের ব্যবহার ভিন্নতর করে সহগ অনুমোদন করায় ১২,৮৩,৩৭১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ মহাপরিচালক, শুল্ক, রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০২-০৭ সনের হিসাব বিশেষ অডিটকালে পরিলক্ষিত যে,

- একই দরপত্রে অংশগ্রহণ পূর্বক একই ধরণের Spun Pretressed Concrete (SPC) Pole সরবরাহের জন্য কার্যাদেশ প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত Spun Pretressed Concrete (SPC) Pole উৎপাদনে উপকরণের ব্যবহার ভিন্নতর করে সহগ অনুমোদন করায় (১) মেসার্স জেমকন লিঃ (২) মেসার্স কনফিডেন্স পাওয়ার লিঃ ও (৩) মেসার্স খাম্বা লিঃ কে বিধি বহির্ভূতভাবে ১২,৮৩,৩৭১/- টাকা অতিরিক্ত প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়েছে- যা আদায়যোগ্য।
- কারণ, বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (বি,পি,ডি,বি) কর্তৃক এডিবি সহায়তা প্রাপ্ত লোন নং- ১৮৮৪- বাং (এস এফ) এর আওতায় বিভিন্ন ধরণের আইটেমের Spun Pretressed Concrete (SPC) Pole সরবরাহ করার জন্য দরপত্র আহবান করা হয়। উক্ত দরপত্রে উপরোক্ত ৩ টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ পূর্বক একই ধরণের বিভিন্ন পরিমানের Spun Pretressed Concrete (SPC) Pole সরবরাহ করার জন্য কার্যাদেশ প্রাপ্ত হয়। একই দরপত্রের উক্ত একই ধরণের Spun Pretressed Concrete (SPC) Pole উৎপাদনে উপকরণের ব্যবহার একই হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এক্ষেত্রে উপকরণের ব্যবহার ভিন্নতর ভাবে দেখিয়ে সহগ অনুমোদন করায় উল্লেখিত রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- **বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-ঠ দ্রষ্টব্য।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ দরপত্রে উল্লেখিত বর্ণনা অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব ডিজাইন মোতাবেক SPC Pole তৈরী করে থাকে। উক্ত উৎপাদিত/ সরবরাহকৃত Spun Pretressed Concrete (SPC) Pole এর Structural / Design গত পার্থক্যের কারণে ব্যবহৃত কাঁচামালের পরিমাণ কম বা বেশী হয়। পণ্যের মূল্য এবং নাম একই হলে উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের পরিমাণ সকল ক্ষেত্রে একই হবে তা অযৌক্তিক। এ দপ্তরের জরিপদল কর্তৃক সরজমিনে দেখে উৎপাদিত পণ্য যাচাই করে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠান গুলোর বিপরীতে সহগ সঠিক ভাবে নির্ধারণ করেছে বিধায় আপত্তিটি প্রত্যাহারযোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ, একই দরপত্রের ক্রয়কারীর নিকট একই ধরণের সরবরাহকৃত Spun Pretressed Concrete (SPC) Pole এর অনুমোদিত সহগে উপকরণের ব্যবহার কোন অবস্থাতেই ভিন্নতর হতে পারে না বিধায় এ প্রত্যর্পণ প্রাপ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বিধি বহির্ভূতভাবে প্রত্যর্পণকৃত অর্থ ডেডোর সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অবিলম্বে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

শিরোনাম ঃ রপ্তানীকৃত পণ্য প্রস্তুত বা উৎপাদনে ব্যবহৃত আমদানীকৃত যন্ত্রাংশের উপর অনিয়মিতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ৪৯,৮১,২৫৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০২-০৭ সনের হিসাব বিশেষ অডিট কালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেসার্স জনতা জুট মিলস লিঃ কে রপ্তানীকৃত পণ্য প্রস্তুত বা উৎপাদনে ব্যবহৃত আমদানীকৃত যন্ত্রাংশের উপর অনিয়মিতভাবে শুল্ক ও মূসক বাবত ৪৯,৮১,২৫৭/৮৫ টাকা প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়েছে- যা আদায়যোগ্য। কারণ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এর নথি নং- ১(১৯) মূসক (পরি ও প্রত্যর্পণ) /৯৩/ ২৪৯ তাং-৬/১১/২০০০ মোতাবেক কোন যন্ত্রাংশ/ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ৬(ছয়) মাসের মধ্যে রপ্তানীকৃত পণ্যের বিপরীতে প্রত্যর্পণ প্রদান করা যাবে।
- তবে উক্ত যন্ত্রাংশ/ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সনদপত্র বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত হলে এবং ব্যবহারের তারিখ হতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে শিপিং বিলের সাথে প্রত্যর্পণের আবেদন করা হলে প্রত্যর্পণ মঞ্জুর করা যেতে পারে। কিন্তু নথি নং-১/ডেডো/ ২০০৬/২৩ এ মেসার্স জনতা জুট মিলস লিঃ কর্তৃক ৭/৯/০৫ হতে ৪/১/০৬ পর্যন্ত সময়ের ৭টি বিল অব এন্ট্রির মাধ্যমে আমদানীকৃত যন্ত্রাংশ/ যন্ত্রপাতি সমূহ ব্যবহার হয়েছে মর্মে বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক ১/১০/০৬ তারিখে স্মারক নম্বর বিহীন(মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরকে কোন অনুলিপি দেয়া ছাড়াই) যে প্রত্যয়ণ দেয়া হয়েছে তা স্পষ্ট নয় (কপি সংযুক্ত)। কেননা উল্লেখিত আমদানী বিল অব এন্ট্রি গুলোর যন্ত্রাংশ সমূহ কোন্ তারিখ হতে কোন্ তারিখের মধ্যে কারখানায় ব্যবহৃত বা স্থাপিত হয়েছে তা উল্লেখ নেই। আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি সমূহ ব্যবহারের সময়সীমার সাথে প্রত্যর্পণ সম্পৃক্ত বিধায় ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট তারিখ না থাকলে প্রত্যর্পণ প্রাপ্য নয়।
- **বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-ড দ্রষ্টব্য।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ যন্ত্রাংশ/ যন্ত্রপাতি আমদানী এবং উক্ত যন্ত্রপাতি দ্বারা তৈরীকৃত পণ্য রপ্তানী উভয়ই ৬ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করে এ দপ্তরে আবেদন করেছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এর ৬/১১/২০০০ তারিখের জারীকৃত পত্রে প্রত্যয়ণ পত্রের কোন নমুনা উল্লেখ করেনি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ, বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি কারখানায় ব্যবহারে সুনির্দিষ্ট তারিখ সম্বলিত সরকারি প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রত্যয়ণ পত্র জারী করতে হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উক্ত আদেশে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ৬ মাসের মধ্যে প্রত্যর্পণ আবেদন করতে হবে। অন্যথায় প্রত্যর্পণ প্রাপ্য নয়। এক্ষেত্রে কোন নিয়মই অনুসরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বিধি বহির্ভূতভাবে প্রত্যর্পণকৃত অর্থ ডেডোর সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অবিলম্বে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

শিরোনাম ঃ **মূসক নিবন্ধন বিহীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্য প্রতিষ্ঠানের নামে উপকরণ আমদানী পূর্বক Spun Pretressed Concrete (SPC) Pole স্থানীয় রপ্তানীর বিপরীতে বিধি বহির্ভূতভাবে প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ৩,৮৫,২৩,২৮৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ মহাপরিচালক, শুল্ক, রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০২-০৭ সনের হিসাব বিশেষ অডিট কালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- REB কে Spun Pretressed Concrete (SPC) Pole স্থানীয় রপ্তানীর বিপরীতে মূসক নিবন্ধন বিহীন প্রতিষ্ঠান মেসার্স খাম্বা লিঃ ও মেসার্স ক্যাসল কনস্ট্রাকশনকে বিধি বহির্ভূতভাবে প্রত্যর্পণ বাবত ৩,৮৫,২৩,২৮৯/- টাকা প্রদান করা হয়েছে-যা আদায়যোগ্য ।
- কারণ (১) মেসার্স খাম্বা লিঃ ৬৫-৬৬ মতিঝিল চেম্বার বিল্ডিং (মূসক নিবন্ধন নং- ৯০১১০৬০২৮৩) কর্তৃক বিদেশ হতে বিল অব এন্ট্রি এর মাধ্যমে উপকরণ (H.T. Wire) আমদানী করে পঞ্চগড়ের কারখানা হতে Spun Pretressed Concrete (SPC) Pole উৎপাদন পূর্বক REB কে স্থানীয় রপ্তানী করা হয়েছে। কিন্তু পঞ্চগড়ের কারখানা ৫/৭/০৪ ইং তারিখে মূসক নিবন্ধিত হয়েছে। (মূসক নিবন্ধনের নং- ৬১৪১০০৯১৫০)। কারখানার মূসক নিবন্ধনের পূর্বে মতিঝিলের ঠিকানায় আমদানীকৃত উপকরণসমূহ অনিয়মিতভাবে পঞ্চগড় কারখানায় ব্যবহার দেখিয়ে উৎপাদিত এস পি সি পোল আর ই বি এর নিকট স্থানীয় রপ্তানীর বিপরীতে বিধি বহির্ভূতভাবে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে। (২) মেসার্স ক্যাসল কনষ্ট্রাকশন কোং লিঃ ১১৬, আরজতপাড়া, মহাখালী, ঢাকা (নিবন্ধন নং-৫০৭১০০১৩৯০) কর্তৃক বিদেশ হতে বিল অব এন্ট্রির মাধ্যমে উপকরণ (H.T. Wire) আমদানী করে পঞ্চগড়ের কারখানা হতে SPC Pole উৎপাদন পূর্বক REB কে স্থানীয় রপ্তানী দেখানো হয়েছে। কিন্তু পঞ্চগড়ের কারখানা ১৭/৯/০৩ ইং তারিখে মূসক নিবন্ধিত হয়েছে। (মূসক নিবন্ধন নং- ৬১৪১০০৬২৫১) কারখানার মূসক নিবন্ধনের পূর্বে মহাখালীর ঠিকানায় আমদানীকৃত উপকরণসমূহ অনিয়মিতভাবে পঞ্চগড়ের কারখানায় ব্যবহার দেখিয়ে উৎপাদিত এস পি সি পোল আর ই বি এর নিকট স্থানীয় রপ্তানীর বিপরীতে বিধি বহির্ভূতভাবে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে।
- উল্লেখ্য যে, মেসার্স ক্যাসল কনষ্ট্রাকশন কোং লিঃ কর্তৃক আর ই বি এর নিকট এস পি সি পোল স্থানীয় রপ্তানীর জন্য ৭১৯/এ-সাত-মসজিদ রোড ধানমন্ডি, ঢাকা হতে দরপত্রে অংশ গ্রহণ করা হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর আইন/ ১৯৯১ এর ধারা ১৫(১) অনুসারে কোন পণ্যের আমদানীকারক বা যে কোন পণ্য বা সেবার রপ্তানীকারককে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট নিবন্ধিত হওয়ার আদেশ রয়েছে। ধারা ১৫(২) অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি দুই বা ততোধিক স্থান হতে উক্তরূপে পণ্য সরবরাহ করেন বা সেবা প্রদান করেন বা আমদানী বা রপ্তানীর ব্যবসা পরিচালনা করেন তবে তাকে প্রতিটি স্থানের জন্য পৃথকভাবে নিবন্ধিত হতে হবে।
- **বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-ঢ দ্রষ্টব্য।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত আমদানী দলিলাদি যেমন- এল,সি- ইনভয়েস, প্যাকিং লিষ্ট ইত্যাদিতে হেড অফিস ও কারখানা উভয় ঠিকানা ব্যবহার করেছে। সুতরাং অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান তাদের আমদানীকৃত উপকরণ কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের নিমিত্তে আমদানী করেছে প্রতীয়মান। এক্ষেত্রে হেড অফিসের ঠিকানা হতে কারখানায় উক্ত উৎপাদনের উপকরণ মূসক চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর/ হস্তান্তর দেখানোর অবকাশ নেই।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ পরিশিষ্টে বর্ণিত আমদানীকৃত উপকরণের বিল অব এন্ট্রি গুলোর একটিও কারখানার ঠিকানা হতে আমদানী করা হয় নি। রপ্তানীকৃত সময়ে নিবন্ধন বিহীন কারখানায় উপকরণ আমদানীর স্থল হতে উক্ত উপকরণ স্থানান্তরের কোন প্রমাণকও নেই। কাজেই উক্ত আমদানীকৃত উপকরণেই যে প্রদর্শিত রপ্তানী পণ্য উৎপাদন করা হয়েছে তা প্রমাণিত হয় না বিধায় প্রত্যর্পণ প্রাপ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বিধি বহির্ভূতভাবে প্রত্যর্পণকৃত অর্থ ডেডোর সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অবিলম্বে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

শিরোনাম ঃ **বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অডিটযোগ্য নথিপত্র অডিটে উপস্থাপন না করা প্রসংগে।**

বিবরণ ঃ মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০২-০৭ সনের হিসাব বিশেষ অডিট ৮/৭/০৭ তারিখে আরম্ভ করা হয়।

- উক্ত তারিখে অডিট আরম্ভের সময়ে ইস্যুকৃত প্রাথমিক অডিট জিজ্ঞাসা পত্রের ৫ নং অনুচ্ছেদে ২০০২-০৭ সনের শুল্ক, রেয়াত ও প্রত্যর্পণ সম্পর্কিত সকল নথি রেজিষ্টারসহ অন্যান্য যাবতীয় কাগজপত্র বৎসর ওয়ারী প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক অডিটে উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে সময় সময় নিরীক্ষা সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র অডিটে উপস্থাপনের জন্য আরও ৬টি যথাক্রমে ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ও ৭ তাং-৯/৭/০৭, ১১/৭/০৭ ও ২৩/৭/০৭ মূলে চাহিদাপত্র ইস্যু করা হয়।

- তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে মৌখিকভাবে ও নিরীক্ষার নিমিত্তে বিভিন্ন নথিপত্র চাওয়া হয়। নিরীক্ষাদলের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে নিরীক্ষা যোগ্য মোট ৯৯৭৯ টি নথির মধ্যে মাত্র ৪৬৯৭টি নথিপত্র উপস্থাপন করা হয়। ফলে পূর্ণাঙ্গভাবে নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, (১) মেসার্স এপেক্স উইভিং এন্ড ফিনিশিং মিলস্ লিঃ এর ২০০২-০৬ সনের ১৪৬ টি নথির মধ্যে ৪৭ টি নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। বাকী ৯৯টি নথি উপস্থাপন করা হয়নি। (২) মেসার্স অলটেক্স ইন্ডাঃ লিঃ এর ২০০২-০৪ সনের ১৯০ টি নথির মধ্যে ৪৫ টি উপস্থাপন করা হয়েছে, বাকী ১৪৫টি নথি উপস্থাপন করা হয়নি। (৩) মেসার্স সিনো বাংলা ইন্ডাঃ লিঃ এর ২০০২-০৩ সনের ২২ টি নথির মধ্যে কোনটাই উপস্থাপন করা হয়নি। (৪) মেসার্স পলিমার ইন্ডাঃ লিঃ এর ২০০২-০৪ সনের ১৬ টি নথির মধ্যে ২টি নথি উপস্থাপন করা হয়েছে বাকী ১৪টি নথি উপস্থাপন করা হয়নি। এছাড়া অন্যান্য বৎসর সমূহের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ নথিপত্র উপস্থাপন করা হয়নি। উদাহরনের বর্ণিত ২৮০টি নথির বিপরীতে ২৮,৪৩,৩১,৯০৬/- টাকা প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়েছে-যার **বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-ণ দ্রষ্টব্য।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিট চলাকালীন ৪/১২/০৭ তারিখ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নথি অডিটে উপস্থাপন না করার ব্যাপারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাবদানে বিরত থাকেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ অডিটযোগ্য নথিপত্র অডিটে উপস্থাপনের জন্য চাহিদাপত্র জারী করার পর বিভিন্ন সময়ে অফিস প্রধানের সঙ্গে বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ নথি উপস্থাপন করা হয়নি -যা বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ (১) অনুচ্ছেদ পরিপন্থী।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ অডিটে নথিপত্র উপস্থাপন না করার ব্যাপারে বিভাগীয় শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আপত্তিকৃত নথিপত্র পরবর্তী অডিটে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ১১টি শাখা

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

শিরোনাম ঃ **সিগারেট রপ্তানীর বিপরীতে প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত কোন সমহার আদেশ না থাকা সত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ২০,৪৫,৪০,৪৮১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ অগ্রণী ব্যাংক লিঃ প্রধান শাখা, বৈদেশিক বাণিজ্য (রপ্তানী বিভাগ) মতিঝিল বা/এ, ঢাকা এবং জনতা ব্যাংক লিঃ,বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোঃ শাখা, পুরানা পল্টন, ঢাকা এর ২০০২-২০০৭ সনের রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ের বিশেষ অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- প্রদর্শিত সিগারেট রপ্তানীকারী প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে জেড এন্ড জেড লিঃ, আই এন্ড এম জেনারেল বিজনেস লিঃ এবং কজওয়ে ইন্টারন্যাশনাল (প্রাঃ) লিঃ কে ব্রিটিশ আমেরিকা টোবাকো কোঃ (বিএটি) কর্তৃক উৎপাদিত Benson & Hedges, State Express-555 ও Gold Leaf ব্রান্ডের সিগারেট রপ্তানীর বিপরীতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এর প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত কোন সমহার আদেশ না থাকা সত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ২০,৪৫,৪০,৪৮১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

- কারণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং- ১৫/মূসক/৯৫ তাং- ১৯/৯/৯৫ এর অনুচ্ছেদ "ঘ" মোতাবেক রপ্তাণীকারক প্রতিষ্ঠান সমূহকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক জারীকৃত সমহার আদেশের নির্ধারিত হারের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে প্রত্যর্পণ প্রদান করার নির্দেশ রয়েছে।
- কিন্তু উক্ত ৩টি প্রতিষ্ঠান উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান না হওয়ায় ব্রিটিশ আমেরিকা টোবাকো কোঃ (বিএটি) কর্তৃক উৎপাদিত উল্লেখিত ব্রান্ডের সিগারেট স্থানীয় বাজার হতে ক্রয় পূর্বক বিদেশে রপ্তানী দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্রিটিশ আমেরিকা টোবাকো কোঃ (বিএটি) হতে উল্লেখিত রপ্তানীকৃত সিগারেট ক্রয়ের সমর্থনে কোন মূসক-১১ চালান পত্র নেই এবং বিএটি এর নিজস্ব উৎপাদিত সিগারেট বিধায় তা বিদেশে রপ্তানীর জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুমতি পত্রের প্রয়োজন বাধ্যতামূলক হলেও এক্ষেত্রে তা নেয়া হয়নি। তাছাড়া বর্ণিত সিগারেট রপ্তানীর ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক কোন সমহার আদেশ না থাকায় উক্ত প্রত্যর্পণ প্রাপ্য নয়।

- উল্লেখ্য যে, প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত নথি সমূহের নোটাংশে রপ্তানীকারক কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এর ভুয়া ১টি স্মারক নং- ১(১১) মূসক পরিঃ প্রত্যর্পন/৯৪/১২৮ তাং- ১০/১১/০৫ উল্লেখপূর্বক যে প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়েছে- উক্ত আদেশটি সংশ্লিষ্ট অফিস হতে আদৌ জারী করা হয়নি মর্মে স্মারক নং- ১(১১) মূসক (প্রত্যর্পন ও প্রশিক্ষণ)/৯৪ (অংশ-১) তাং-১০/১২/০৭ মূলে নিশ্চিত হওয়া গেছে (কপি সংযুক্ত)।
- **বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "ত " দ্রষ্টব্য।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা হতে এ ধরণের সিগারেট রপ্তানীর বিপরীতে কোন সমহার আদেশ জারী করা হয়নি, এ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের জানা ছিলনা। তাছাড়া প্রতি মাসে মাসিক প্রত্যর্পণ বিবরণী নিয়মিতভাবে ডেডো অফিসে প্রেরণ করা হয়। উক্ত রপ্তানী পণ্যের সমহার আদেশ না থাকলে ডেডো কর্তৃক প্রত্যর্পণ বিবরণী প্রাপ্তির সাথে সাথেই ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হলে পরবর্তীতে উক্ত পণ্যের বিপরীতে প্রত্যর্পণ প্রদান করা হতোনা।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ উল্লেখিত পণ্যের সমহার আদেশ না থাকা সত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে প্রদানকৃত উক্ত টাকা ইতোমধ্যে টাকা আদায় করা উচিৎ ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত অর্থ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অবিলম্বে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

শিরোনাম ঃ **রপ্তানী পণ্যের প্রাপ্য সমহার অপেক্ষা বিধি বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত হারে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ৮১,৮১,৩৮৭/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ নিরীক্ষাকৃত ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ১১টি শাখার ২০০২-২০০৭ সনের রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ের বিশেষ অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- ৩টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৫টি শাখায় চামড়া এবং সিরামিকস্ সংশ্লিষ্ট রপ্তানী পণ্যের জন্য প্রাপ্য সমহার অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে বিধি বহির্ভূতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যপর্ণ প্রদান করায় ৮১,৮১,৩৮৭/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে-যা আদায়যোগ্য।

- কারণ, প্রক্রিয়াজাত চামড়া এবং স্টান্ডার্ড সিরামিক ইন্ডাঃ লিঃ ঢাকা এর রপ্তানীর বিপরীতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক জারীকৃত সমহার আদেশ যথাক্রমে প্রজ্ঞাপন নং- ১(৯)মূসক (পরিঃ ও প্রত্যর্পন)/২০০৩/০১ তাং- ৩/১/০৪ এবং ১(৪) মূসক (পরিকল্পনা ও প্রত্যর্পণ)/৯৬/৪০ তাং- ৮/৩/২০০০ এর নির্ধারিত সমহার অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়েছে - যা প্রাপ্য নয়।

- **বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "থ " দ্রষ্টব্য।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণেঁর হার পরিবর্তনের জারীকৃত প্রজ্ঞাপন বিলম্বে পৌছানোর কারণে পূর্বের প্রযোজ্য অতিরিক্ত হারে প্রত্যর্পণ করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে-যা পরবর্তীতে সমন্বয়ের মাধ্যমে আদায় করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ, প্রত্যর্পণের হার পরিবর্তনের জারীকৃত প্রজ্ঞাপন যথাসময়ে প্রাপ্তির পরও পূর্বের হারে অতিরিক্ত টাকা বিধি বহির্ভূতভাবে প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত অর্থ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অবিলম্বে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

শিরোনাম ঃ **পণ্য চূড়ান্ত রপ্তানীর পর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন না করা সত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ১৯,১৪,২৬৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ নিরীক্ষাকৃত ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ১১টি শাখার ২০০২-২০০৭ সনের রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ের বিশেষ অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- পণ্য চূড়ান্ত রপ্তানীর পর আবেদনের নির্ধারিত সময়সীমা (০৬ মাস) অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও অনেক পরের আবেদনকৃত দাবীর উপর ভিত্তি করে ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৫টি শাখায় বিধি বহির্ভূতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যপর্ণ প্রদান করায় ১৯,১৪,২৬৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে-যা আদায় আদায়যোগ্য।

- কারণ, মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৩(১) এর শর্ত অনুসারে চূড়ান্ত রপ্তানী সম্পন্ন হওয়ার ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে প্রত্যর্পণের জন্য আবেদন করতে হবে। উক্ত সময়সীমার পরে আবেদন করা হলে তা বিবেচনা করার কোন অবকাশ নেই।

- **বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "দ" দ্রষ্টব্য।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ, ইতিমধ্যে সমুদয় টাকা আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা করা উচিৎ ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত অর্থ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অবিলম্বে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

শিরোনাম ঃ **রপ্তানী পণ্যের (চামড়া) শ্রেণী পরিবর্তন করে অনিয়মিতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ১,০৯,২৯,৭৪৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ নিরীক্ষাকৃত ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ১১টি শাখার ২০০২-২০০৭ সনের রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ের বিশেষ অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ১০টি শাখায় রপ্তানী পণ্যের বিল অব এক্সপোর্ট/ শিপিং বিলে কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের বাস্তব পরীক্ষা প্রতিবেদন (কায়িক প্রতিবেদন), এল.সি (Letter of Credit), রপ্তানী চুক্তি ও বিল অব লেডিং (বি-এল)-এ রপ্তানী পণ্য cow crust leather থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে শ্রেণী পরিবর্তন করে cow crust leather এর স্থলে cow finished leather হিসেবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ১,০৯,২৯,৭৪৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে-যা আদায়যোগ্য।
- কারণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এর সাধারণ আদেশ নং- ১৫/মূসক/৯৫ তাং- ১৯/৯/৯৫ এর অনুচ্ছেদ গ(৪) মোতাবেক বিল অব এক্সপোর্ট/শিপিং বিলে কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের বাস্তব পরীক্ষা প্রতিবেদন, এল.সি ও রপ্তানী চুক্তিতে রপ্তানী পণ্য রপ্তানীর জন্য যে শ্রেণীতে অর্থাৎ (crust leather হিসেবে) অনুমোদন দেয়া হয়েছে, সে শ্রেণী পরিবর্তন করে (finished leather হিসেবে) প্রত্যর্পণ প্রদান করা হয়েছে- যা প্রাপ্য নয়।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এর সমহার আদেশ নং- যথাক্রমে ১(৬) মূসক (পরি ও প্রত্যর্পন)/৯৯/১৭ তাং- ২৭/১/২০০০ এবং ১(৯) মূসক (পরি ও প্রত্যর্পন)/২০০৩/০১ তাং- ৩/১/২০০৪ মোতাবেক প্রক্রিয়াজাত ক্রাস্ট এবং ফিনিশড্ চামড়ার শ্রেণীভেদে সমহারের পার্থক্য রয়েছে-যা এক্ষেত্রে পরিপালন করা হয়নি।
- **বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট " ধ " দ্রষ্টব্য।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ কিছু ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরীক্ষা প্রতিবেদনে Cow finished leather হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে বিধায় অতিরিক্ত প্রত্যর্পণ করা হয়নি। অন্যগুলি যাচাই করে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এর উক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ গ(৪) মোতাবেক রপ্তানী পণ্যের কাষ্টমস্ কর্তৃপক্ষের বাস্তব পরীক্ষা প্রতিবেদন সম্বলিত শিপিং বিলের তৃতীয় কপিতে উল্লেখিত শ্রেণী/বর্ণনার বহির্ভূত শ্রেণীতে প্রত্যর্পণ প্রাপ্য নয়। চামড়া রাসায়নিক পরীক্ষায় গরু, খাসী, উট ইত্যাদি নিরুপন করা হয়। রপ্তানীকৃত চামড়া বাস্তব পরিদর্শনেই crust ও finished হিসাবে চিহ্নিত করা যায় বিধায় এ ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরীক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রাসায়নিক পরীক্ষা প্রতিবেদন মূল্যায়নের কোন অবকাশ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত অর্থ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অবিলম্বে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

শিরোনাম ঃ **Cow Split Leather রপ্তানীর বিপরীতে বিধি বহির্ভূতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ৩১,৯৬,৪০৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ নিরীক্ষাকৃত ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ১১টি শাখার ২০০২-২০০৭ সনের রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ের বিশেষ অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৬টি শাখায় রপ্তানী পণ্যের বিল অব এক্সপোর্ট/ শিপিং বিলে কাষ্টমস্ কর্তৃপক্ষের বাস্তব পরীক্ষা প্রতিবেদন, ইনভয়েস ও বিল অব লেডিং এ রপ্তানী পণ্য হিসাবে Cow Split Leather থাকা সত্বেও উক্ত রপ্তানীর বিপরীতে বিধি বহির্ভূতভাবে শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ প্রদান করায় ৩১,৯৬,৪০৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে -যা আদায়যোগ্য।
- কারণ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এর আদেশ নং-১(৮) মূসক (পরি ও প্রত্যর্পন)/৯৮/১২-১৩ তাং-১৯/২/০৩ মোতাবেক Split Leather হিসাবে রপ্তানীকৃত পণ্যের প্রত্যর্পণ মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো) ঢাকা হতে প্রদানের আদেশ জারী করা হয়েছে - বিধায় বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে split leather রপ্তানীর বিপরীতে প্রত্যর্পণ প্রদানের কোন অবকাশ নেই।
- **বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট " ন " দ্রষ্টব্য।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ Cow Split Leather এর শুল্ক ও মূসক প্রত্যর্পণ হার সার্কুলারে বহাল রয়েছে বিধায় প্রত্যপর্ণ প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উপরোক্ত সার্কুলার মোতাবেক একমাত্র ডেডো কর্তৃক cow split leather রপ্তানীর বিপরীতে শুল্ক ও মূসক প্রত্যপর্ন প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে প্রত্যর্পণ প্রদানের কোন অবকাশ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত অর্থ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অবিলম্বে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

মোঃ আবদুল বাছেত খান
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

বাঃসঃমুঃ-২০০৯/১০-৪৯৬৪কম/এ-৭৫০বই-২০১০।